কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

নং-১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০১১-২৪৬৭ তারিখ ঃ ২৪/১২/১৬

সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১১/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি এর ৮৫ তম সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হলো ।

সংযুক্ত : ..... পৃষ্ঠা।

২৪/১২/১৬

(এস. এম, সিরাজুল ইসলাম)
পরিচালক
ও
সদস্য সচিব
কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ই-মেইলঃ dir@sca.gov. bd

বিতরণ: (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫।	সভাপতি
২।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য
৩।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর।	সদস্য
৪।	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।	সদস্য
৫।	পরিচালক (সরেজমিন) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৬।	পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৭।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৮।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৯।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
১০।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), কৃষিভবন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	সদস্য
১১।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।	সদস্য
১২।	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০।	সদস্য
১৩।	কটন এগ্রোনামিষ্ট, তূলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর।	সদস্য
১৪।	সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন,১৪৫ ছিদ্দিক বাজার ১ম ফ্লোর, সিটি ষ্টেইট এনএ, জীপ কোড, ১০০০, ঢাকা।	সদস্য
১৫।	জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি, ১৪/১ পশ্চিম আগারগাঁও, বিজ্ঞান যাদুঘর, ঢাকা।	সদস্য
১৬।	---------- ।	

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উইং ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৫ তম সভার কার্যবিবরণী

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৫ তম সভা ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ড. আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। এস. এম. সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, গাজীপুর, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী যাতে অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে পারে সেজন্য উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রদানের আহবান জানান। অত:পর বিষয় ভিত্তিক আলোচ্যসূচী সভায় উপস্থাপনের জন্য ড. মো: জাকির হোসেন, উপপরিচালক (সীড রেগুলেশণ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ১: জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৪ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৪ তম সভা ৩০ আগষ্ট, ২০১৬ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ড. আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৫ সেপ্টেম্বর/২০১৬ খ্রি: তারিখের ১৫০৪(২০) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের নিকট বিতরণ করা হয়। অদ্য এ বিষয়ে আলোচনা শেষে ৮৪তম সভার আলোচ্য সূচী ২ বোরো ২০১৫-১৬ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফলে সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিমিটেড এর হাইব্রিড হীরা-১৯ (PAN-809) হাইব্রিড জাতটি '৫টি অঞ্চলে স্ট্যান্ডার্ড চেক হতে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় সুপ্রিম হাইব্রিড ধান-১১ (PAN-809) হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনের সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধন এর জন্য ঐক্য মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৪ তম সভার কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বিষয় ২: বোরো /২০১৫-১৬ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফলে "সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিমিটেড এর হাইব্রিড হীরা-১৯ (PAN-809) হাইব্রিড জাতটি '৫টি অঞ্চলে স্ট্যান্ডার্ড চেক হতে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় সুপ্রিম হাইব্রিড ধান-১১ (হাইব্রিড হীরা ১৯-PAN-809) হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।" অনুচ্ছেদটি ১.১৩ হিসেবে সংযোজন করে পরিসমর্থিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়: ২ঃ আউশ ২০১৫-১৬ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ড. মো: জাকির হোসেন, উপ-পরিচালক (সীড রেগুলেশন), জানান আউশ/২০১৫-১৬ মৌসুমে ৩ টি বীজ কোম্পানী /প্রতিষ্ঠান ৩টি হাইব্রিড জাতের বীজ ট্রায়ালের জন্য জমা প্রদান করেছে। যা নিম্ন ছকে প্রদর্শন করা হলো:

১ম বর্ষ ২টি, ২য় বর্ষ ১টি- মোট ৩ টি।

ক্র নং	কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১	সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিমিটেড	হাইব্রিড সুবর্ণ-১১ ((SHD-661)	নিজস্ব	১ম বৎসর
২	গোল্ডেন বার্ন কিংডম প্রাইভেট লিমিটেড	JBK (JD013)	চায়না	১ম বৎসর
৩	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	BERASKU	চায়না	২য় বৎসর

উক্ত হাইব্রিড জাতের সাথে নির্ধারিত চেকজাতসহ মোট চারটি জাত ৫টি অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। কোড নম্বর H- ১১৪৫, H- ১১৪৬, H- ১১৪৭ ও H-১১৪৮ মোট ৪(চার)টি জাতের মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য-সচিব ও

আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ট্রায়াল বাস্তবায়নের ফলাফল কোড ভিত্তিক তৈরী পূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে প্রেরণ করেন। উক্ত মাঠ মূল্যায়ন কোড ভিত্তিক ফলাফল Compilation পূর্বক পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। অত:পর সভায় গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করার জন্য সভাপতি কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড মহোদয়কে পরিচালক, এসসিএ অনুরোধ জানান। সকল সদস্যবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করা হয় । পরিচালক, এসসিএ, সকল সদস্যবৃন্দের সামনে বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রায়ালের ফলাফল প্রকাশ করেন। প্রস্তাবিত ৩টি জাতের ফলন বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন। ১ম ও ২য় বর্ষে মূল্যায়নকৃত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর BERASKU জাতটি অনফার্ম ও অনষ্টেশনে একই সাথে ৩টি অঞ্চলে ২০% বা তার অধিক heterosis না পাওয়ায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ আউশ মৌসুমে বিএডিসি কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের BERASKU হাইব্রিড জাতটি অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয়ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে দুই বছরের গড় ফলন তিন কিংবা তিনের অধিক স্থানে heterosis ২০% বা তার বেশী না হওয়ায় নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো না।

আলোচ্য বিষয় ৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত ২ টি গমের কৌলিক সারি ক) BAW-1182 খ) BAW-1202 যথাক্রমে বারি গম ৩১ ও বারি গম ৩২ হিসাবে ছাড়করণ ।

ক) বারি গম ৩১ (BAW-1182)ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ৩১ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত । KAL/BB, YD এবং PASTOR নামক ৩টি সিমিটের জাতের সাথে শংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় । বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে বিএ ডব্লিউ ১১৮২ নামে এ জাতটি নির্বাচন করা হয় । বিভিন্ন নার্সারী ও ফলন পরীক্ষায়ও এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটি তাপ সহনশীল, দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযোগী । ৪ থেকে ৬টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃ মিঃ । শীষ বের হতে ৬২-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১০৯ দিন সময় লাগে । শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫২ টি । দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী এবং হাজার দানার ওজন ৪৬-৫২ গ্রাম । জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪৪০০-৫০০০ কেজি । চারা অবস্থায় কুশিগুলো কিছুটা হেলানো থাকে । গাছের রং গাঢ় সবুজ । উপরের কান্ডের গিড়ায় অল্প সংখ্যক রোম (Hair) থাকে । নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো থাকে । শীষে ও কান্ডে মোমের আবরন হালকা ভাবে থাকে যা নিশান পাতার খোলে মধ্যম মাত্রায় থাকে । স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও আকারে সমান, ঠোঁট ছোট (<৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে ।

এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি মধ্যম মাত্রার তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে ।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ রবি মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরসহ ৫টি অঞ্চলের ১১টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১১ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩.৫ টন/হেঃ এবং চেক জাত বারি গম ২৪ এর ফলন ৩.১৩ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ১১টি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থানে মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ২টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে । বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে ৬টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে ।

খ) বারি গম ৩২ (BAW-1202)

গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ৩২ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত । গমের প্রচলিত জাত শতাব্দী ও গৌরব জাতের সাথে শংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় । বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে বিএডব্লিউ ১২০২ নামে নির্বাচন করা হয় । বিভিন্ন নার্সারী ও ফলন পরীক্ষায়ও এ কৌলিক

সারিটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটি তাপ সহনশীল, দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযোগী । চার থেকে ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেঃ মিঃ । শীষ বের হতে ৫৮-৬২ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ৯৫-১০৫ দিন সময় লাগে । শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪২-৪৭ টি । দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী এবং হাজার দানার ওজন ৫০-৫৮ গ্রাম । জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪৬০০-৫০০০ কেজি । চারা অবস্থায় কুশিগুলো কিছুটা হেলানো (Semi-erect) থাকে । গাছের রং গাঢ় সবুজ । উপরের কান্ডের গিড়ায় অল্প সংখ্যক রোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো থাকে । শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলেমোমের মত আবরণ(Glaucosity) হালকা ভাবে থাকে । স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী ও আকারে খাঁজকাটা, ঠোঁট মাঝারী (৭.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে ।

এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি মধ্যম মাএার তাপসহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে ।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ রবি মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরসহ ৫টি অঞ্চলের ১১টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১১ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩.৬২ টন/হেঃ এবং চেক জাত বারি গম ২৪ এর ফলন ৩.৩৮ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ১১টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৫টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে । বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে ৬টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে ।

আলোচনার শুরুতে সভার সভাপতি মহোদয় গমের ২টি প্রস্তাবিত জাতের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন। ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা, পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, নশিপুর, দিনাজপুর বলেন যে, প্রস্তাবিত জাত সমূহ তাপ সহনশীল, পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী ও স্বল্প জীবনকাল গুণাগুণ সম্পন্ন। কমিটির সদস্যগণ বলেন যে, BAW-1182 প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি ১১টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল এর মধ্যে ৯টি স্থানে মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ২টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে । অদ্যকার সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জাতটি ছাড়করণের পক্ষে মতামন প্রদান করেন। ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা, বলেন যে, BAW-1202 প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি যশোর অঞ্চলে ব্লাষ্ট রোগসহনশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ গত ২০১৫-১৬ রবি মৌসুমে যশোর অঞ্চলে ব্যাপক ব্লাষ্ট রোগের আক্রমন দেয়া যায়। কিন্তু প্রস্তাবিত জাতটি মাত্র ১০% ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়েছিল যা আন্তর্জাতিক ভাবে সহনশীল মাত্রার মধ্যে আছে। পক্ষান্তরে, চেক জাত বারি গম ২৪, ৫০% আক্রান্ত হয়েছিল । এ ছাড়া জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল ও মরিচা রোগ প্রতিরোধী । এ ব্যাপারে কমিটির অধিকাংশ সদস্য ঐক্যমত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু জাতটি ব্লাষ্ট রোগ সহনশীল ও মরিচা রোগ প্রতিরোধী, তাই ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ **বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র বিএআরআই, কর্তৃক প্রস্তাবিত গমের ২ টি কৌলিক সারি/জাত ক) BAW-1182 (প্রস্তাবিত বারি গম ৩১) ও খ) BAW-1202 (প্রস্তাবিত বারি গম ৩২) যথাক্রমে বারি গম ৩১ ও বারি গম ৩২ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।**

আলোচ্য বিষয় ৪ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর ৪ (চার) টি সারি/জাত যথাঃ (ক) বারি আলু ৭৪ (Bercelona), (খ) বারি আলু ৭৫ (Montecarlo), (গ) বারি আলু ৭৬ (Caruso), (ঘ) বারি আলু ৭৭(Sarpo Mira) নামে ছাড়করণ।

(ক) বারি আলু ৭৪ (Bercelona):

প্রস্তাবিত জাতটি নেদারল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত । বিভিন্ন গুনাগুনের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত জাতটিকে খাবার আলু হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মোতাবেক প্রস্তাবিত জাতের গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মাঝারী । পাতা মাঝারী সবুজ এবং মধ্য শিরায় খুবই কম এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি রয়েছে। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে । আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর চামড়ার মসৃনতা মাঝারী, রং হলুদ । আলুর শাসের রং ক্রীম, চোখ অগভীর। এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে ডায়ামন্ট ও গ্রানোলার চেয়ে বেশী ফলন দিয়ে থাকে।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ রবি মৌসুমে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরসহ ৪টি অঞ্চলের ৭টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৭ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪৬.২৫ টন/হেঃ এবং চেক জাত ডায়ামন্ট ও গ্রানোলা ফলন যথাক্রমে ৩১.৬৬ টন/হেঃ ও ৩১.৪৮ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ৭টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে । বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে ৮টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে ।

(খ) বারি আলু ৭৫ (Montecarlo):

প্রস্তাবিত জাতটি নেদারল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত । বিভিন্ন গুনাগুনের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত জাতটিকে খাবার আলু হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মোতাবেক প্রস্তাবিত জাতের গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৭ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশী । পাতা মাঝারী আকারের ও কম ঢেউ খেলানো, পাতা মাঝারী সবুজ এবং মধ্য শিরায় খুবই কম এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি রয়েছে। ৭০-৭৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে । আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মাঝারী আকারের । আলুর চামড়ার মসৃনতা মাঝারী, রং লাল । আলুর শাসের রং সাদা, চোখ অগভীর । এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে ডায়ামন্ট ও গ্রানোলার চেয়ে বেশী ফলন দিয়ে থাকে।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ রবি মৌসুমে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরসহ ৪টি অঞ্চলের ৭টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৭ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪০.০ টন/হেঃ এবং চেক জাত গ্রানোলার ফলন ৩২.৮১ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ৭টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে । বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত বারি আলু ২৫(এষ্টরিক্স) থেকে ৫টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

(গ) বারি আলু ৭৬ (Caruso):

প্রস্তাবিত জাতটি নেদারল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত । বিভিন্ন গুনাগুনের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত জাতটিকে প্রক্রিয়াজাতকারী আলু হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মোতাবেক প্রস্তাবিত জাতের গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৭ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই কম। পাতা মাঝারী আকারের ও কম ঢেউ খেলানো, পাতা মাঝারী সবুজ এবং মধ্য শিরায় খুবই কম এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি রয়েছে।

৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে । আলু খাটো ডিম্বাকৃতি, গোলাকার ও মাঝারী আকারের । আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারী ও রং হলুদ । আলুর শাসের রং হালকা হলুদ, চোখের গভীরতা মাঝারী । এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে লেডিরোসেটার চেয়ে বেশী ফলন দিয়ে থাকে।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ রবি মৌসুমে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরসহ ৪টি অঞ্চলের ৭টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৭ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩৫.৩১ টন/হেঃ এবং চেক জাত লেডিরোসেটার ফলন ৩২.২৮ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ৭টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ১টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে । বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত বারি আলু ২৮ (লেডিরোসেটা) থেকে ৭টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে ।

(ঘ) বারি আলু ৭৭ (Sarpo Mira):

প্রস্তাবিত জাতটি ডেনমার্ক থেকে আমদানীকৃত । জাতটি বিভিন্ন গুনাগুনের ভিত্তিতে এবং খাবার আলু ও লেইট ব্লাইট প্রতিরোধী জাত হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মোতাবেক জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন, লিফি টাইপ এবং গড়ে ৪-৬ টি কান্ড থাকে । কান্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন বিস্তৃতি বেশী । পাতা মাঝারী আকারের, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মাঝারী । ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে । আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের, চামড়া মসৃন, রং লাল। শাঁসের রং হালকা হলুদ, চোখ অগভীর।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ রবি মৌসুমে ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুরসহ ৩টি অঞ্চলের ৫টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৫টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩৪.৩১ টন/হেঃ এবং চেক জাত ডায়ামন্ট ও এলবি-৭ এর গড় ফলন যথাক্রমে ১৯.৯৫ টন/হেঃ ও ৩৬.৭৪ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ৫টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে । বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত বারি আলু ৭ (ডায়মন্ট) থেকে ৭টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে । আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় আলুর ৪ (চার) টি প্রস্তাবিত জাতের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন। ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু, পিএসও, টিসিআরসি, বিএআরআই, বলেন যে, প্রস্তাবিত ৪টি জাতই বিদেশ হতে আমদানীকৃত। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত বারি আলু ৭৬ (**Caruso**) জাতটির প্রক্রিয়াজাতকরণ গুনাগুন আছে যা চীপ্স তৈরীর জন্য খুবই উপযোগী । এ ছাড়া প্রস্তাবিত বারি আলু ৭৭(Sarpo Mira) লেইট ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী । এ ব্যাপারে বিএডিসি প্রতিনিধি ড. মোঃ রেজাউল করিম বলেন যে, আমাদের দেশে লেইট ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী জাতের অভাব রয়েছে এবং প্রক্রিয়াকরণ জাত হিসেবে বারি আলু ৭৬ (**Caruso**) এ ড্রাইমেটার কন্টেন্ট বেশী থাকায় জাতটি ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে অন্যান্য সদস্যগণও ঐক্যমত প্রকাশ করেন। খাবার আলুর প্রস্তাবিত বারি আলু ৭৪ (Bercelona) ও বারি আলু ৭৫ (Montecarlo) জাত দুটি চেকজাত থেকে ফলন বেশী এবং মূল্যায়ন দল কর্তৃক ছাড়করণের পক্ষে ঐক্যমত প্রকাশ করা হয়। ফলে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত আলুর জাত ৪টি ছাড়করণের পক্ষে মতামন প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত লাইন সারি/জাতের মধ্যে যথা (ক) **Bercelona** (প্রস্তাবিত বারি আলু ৭৪) (খ) **Montecarlo,** (প্রস্তাবিত বারি আলু ৭৫) (গ) **Caruso** (প্রস্তাবিত বারি আলু ৭৬) ও (ঘ) **Sarpo Mira** (প্রস্তাবিত বারি আলু ৭৭) যথাক্রমে বারি আলু-৭৪, বারি আলু-৭৫, বারি আলু-৭৬ ও বারি আলু-৭৭ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৫ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের কেনাফ এর একটি জাত Kenaf 1641/C (KE-3), বিজেআরআই কেনাফ-৪ নামে ছাড়করণ।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্ননামতে, পাটের মতই আঁশ উৎপাদনকারী একটি উন্নত জাত। এ জাতটি Malvaceae পরিবারের অর্ন্তভুক্ত। বিজেআরআই কেনাফ-৪ জাতটি পাটের মতই আঁশ উৎপাদনকারী একটি উন্নত জাত। ইরান থেকে আহরিত কৌলিক সম্পদ (1641/C) থেকে বিশুদ্ধ সারি নির্বাচনের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতের কান্ড লাল যা এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত জাত সমূহ থেকে সম্পূর্ন আলাদা, দ্রুত বর্ধনশীল, জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, অধিক ফলনশীল ও অধিক বায়োমাস সম্পন্ন। উচু, নিচু, পাহাড়ী, চর অঞ্চল ও উপকুলীয় অঞ্চলে চাষ উপযোগী।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম,খুলনা,ও রংপুরসহ ৪টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় পপুলেশন ২.৭৫ লাখ/হেক্টর, গাছের উচ্চতা ২.৯৭ মিটার, বেসাল ডায়ামিটার ২২.১ মি.মি.। অপরদিকে চেকের গড় পপুলেশন ২.৩২ লাখ/হেক্টর, গাছের উচ্চতা ২.৮৬ মিটার, বেসাল ডায়ামিটার ১৯.৬৪ মি.মি.। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে । বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত এইচসি-৯৫ থেকে ৮টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে ।

আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিকে তাদের প্রস্তাবিত কেনাফ এর Kenaf 1641/C (KE-3) জাতটির বিস্তারিত আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন। বিজেআরআই এর পক্ষে ড. চন্দন কুমার সাহা, সিএসও, বিজেআরআই পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত কেনাফের বিস্তারিত বর্ণনা করেন। এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, চেকজাত ও প্রস্তাবিত জাতের প্লান্ট পপুলেশন পার্থক্যের মাধ্যমে জাত দুটির মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যা ভবিষ্যতে পরিহার করতে হবে। প্লান্ট পপুলেশন যেন চেকজাত ও প্রস্তাবিত জাতের সমান থাকে অথবা সিগনিফিকেন্ট কোন পার্থক্য না থাকে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে জনাব উমাকান্ত সরকার, বিভাগীয় প্রধান, জিপিবি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর বলেন যে, পাট জাতীয় ফসলের ফলাফল উপস্থাপনের সময় আঁশের ফলাফল ও প্রদান করা প্রয়োজন। এর উত্তরে ড. চন্দন কুমার সাহা, সিএসও, বিজেআরআই বলেন যে, মাঠ মূল্যায়নকালে কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে আঁশের ফলাফল সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন যে, আঁশের ফলাফলের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ফলাফল প্রদান করা যেতে পারে। । বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ (ক) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের কেনাফ এর প্রস্তাবিত জাত/লাইন Kenaf 1641/C (KE-3), বিজেআরআই কেনাফ-৪ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

(খ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের জাতের মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল উপস্থাপনকালে তাদের প্রতিষ্ঠানের আঁশের উৎপাদনের ফলাফল আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৫ঃ বিবিধ

ক) আখের DUS (Distinctness, Uniformity & Stability) টেষ্ট পদ্ধতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রদান।

ড. মোঃ জাকির হোসেন, উপপরিচালক (সীড রেগুলেশণ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন যে, নোটিফাইড আখ ফসলের নতুন জাত ছাড়করণের পূর্ব শর্ত হিসেবে DUS টেষ্ট পদ্ধতি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নবীন কর্মকর্তা/বিজ্ঞানীগণের হাতে কলমে প্রশিক্ষনের প্রয়োজন। ড. মোঃ আমজাদ হোসেন, পরিচালক (গবেষণা), বি্এস আরআই, ঈশ্বরদী পাবনা বলেন যে, যেহেতু আখের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি ভিন্ন প্রকৃতির এবং UPOV(The International Union for the Protection of New Varieties of Plants) গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে, তাই এ ব্যাপারে নবীন কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীগণের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তা সিদ্ধান্ত হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা / বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

খ) ধানের হাইব্রিড ট্রায়ালের বীজ ২য় বৎসর নির্ধারিত সময়ে জমা দিতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী ৩য় বছরে উহা জমা দেওয়ার কোন সুযোগ আছে কি না এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্তঃ হাইব্রিড ধান বীজের ১ম বছর ট্রায়ালের পর একই জাত ২য় বছর ট্রায়ালের জন্য জমা দিতে ব্যর্থ হলে উহা ৩য় বছর ট্রায়ালের জন্য গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩/১২/২০১৬

(এস. এম. সিরাজুল ইসলাম)
পরিচালক
ও
সদস্য সচিব
কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফোনঃ ৯২৬২৪৪৭,ইমেলঃ dir@sca.gov. bd

১৫/১২/২০১৬

(ড. আবুল কালাম আযাদ)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫